চুমুটি খাইব

তসলিমা নাসরিন

বইটা হাতে নিলেই, প্রচ্ছদের লাল রংটা দেখলেই, আর লালের ওপর হলুদ তুলিতে লেখা বইয়ের নামখানা পড়লেই কাউকে *ভালোটি* বাসতে ইচ্ছে করে। চোখে ভাসতে থাকে লাল ফ্রক পরা কোনও এক গ্রাম-গ্রাম-শহরের দুষ্টু এক কিশোরী মেঘলা দিনের বিকেলবেলায় বাড়ির ছাদে উঠে নাচতে নাচতে গাইছে, "*তোকে ভালোটি বাসিব, চুমুটি খাইব..।*"

ভালোটি বাসিব দুষ্টু কোনও কিশোরীর লেখা বই নয়। ভেতরে ভেতরে দুষ্টু, কিন্তু বাইরে বাইরে এক ভদ্রলোকের লেখা বই। জয় গোস্বামী কিন্তু আগের মতোই দেখতে, মদ সিগারেট খান না, কারও বাড়িতে ভাত মাছ ছুঁয়েও দেখেন না, সেই ছিপছিপে, আগের মতোই দাড়ি চশমা, আগের মতোই বিনয়ী, ঝুল পাঞ্জাবি পরে কাঁধে ঝোলা নিয়ে হাঁটছেন, বাসে উঠছেন, অটোয় চড়ছেন। সেই কবে থেকেই তো দেখতে মানুষটি প্রায় একইরকম। অথচ ভেতরে এমন ভীষণ ভাবে বদলে বদলে যাচ্ছেন। কখনও আগুন জ্বলছে, কখনো জলে ডুবে আছে, তাঁর কবিতার অক্ষরগুলোকে পথ বানিয়ে সে পথে না হাঁটলে, সে পথে হোঁচট না খেলে, সে পথে থমকে না দাঁড়ালে, সে পথ না হারালে, সে পথ খুঁজে না পেলে, সে পথের ঝড় তুফানে, খরা রোদ্দুরে আচ্ছন্ন না হলে তার বদলে যাওয়াগুলো কেউ বুঝবো না। যে জয়ের সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে দেখা হয়, আর যে জয়ের কবিতা আমি ঘরে বসে একা একা পড়ি, দুজন এক নয়। দেখা হওয়ার জয়কে আমি অনেক কাল চিনি। কবিতার জয়কে আমি প্রতি বার প্রতিটি কবিতার বইএ নতুন করে চিনি। কবিতার জয় প্রতিবার নতুন ভাষায় নতুন শব্দে নতুন স্বরে কথা বলেন। কবিতার জয় দেখতেও কিন্তু দেখা হওয়ার জয়ের মতো নয়।

'*ভালোটি বাসিব*' জয়ের খুশিতুফান। সেই তুফান জয়কে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। জয়ের জলে আগুনও জ্বলে। জয় বলছেন, -- ***"তার নাম প্রেম। আমি এ বয়সে দাঁড়িয়েও সেই আগুনে জ্বলজ্বল বেঁচে থাকি।"*** ঘোর কবিতাটি পড়লে জয়ের মতোই *ঘোর* হয়ে যেতে হয়। ***"....আমি ঘোর, আমি এই কাজরী জ্বরের ঘোর আজ সন্ধে থেকে। ....আমার প্রেমের চেয়ে বেশি জল নেই ও-নদীতে।....আমার সহজকে আমি বাঁচাবো কী করে বলো এরকম ঝড়ে?''***

জয়ের এরকম সব পংক্তি আমার বুকের ভেতরে সুখ-মাখা-তিরের মতো ঢুকে গেছে।

'আমারও তো কিছু লাল কথা নীল কথা থাকে।'

'..সে আমার একবিন্দু ভালো, সে আমার/

ভালো, এক-সরোবর ভালো।'

'এত সব কিছুর পরেও, তুমি দ্যাখো/

দুঃখের কথাটি আমি দুঃখকে বলিনি।'

'পাশে থাকে পাশের সকাল/

স্নানের ঘুঙুরগুলি কারা যেন ফেলে গেছে কাল।'

"আকাশ বাঁচেনা ব'লে" কবিতাতেই আছে ভালোটি বাসার কথা। **দুয়ারটি** দেওয়ার কথা। নৌকোর আড়াল ধরে স্নানে নেমে **তলাটি** ভেজানোর কথা। অন্য কবিতায় আছে জোয়ার এসে **বীর্যটি** ভাসিয়ে নেওয়ার কথা সাত সাত সাগর। এদিকে তো ডালে উঠে চারঅক্ষর **আমিটি** ডাহুক। জানালাময়ী নিশিবস্ত্র আলগা করে জলে হাঁটছে **জলটি** না ছুঁয়ে। --- বড়ই চমৎকার, শব্দ নিয়ে **কবিটির** এই **খেলাটি।**

আর এই **স্তবকটি** তো পড়ে **চুপটি** করে থাকতে হয় অনেকক্ষণ। **মর‍্যালিটির** যে **বারোটি** বেজে যাচ্ছে **মনটি** তা দ্যাখেও না। সবার মনের গায়েই কি আর

সামাজিক শেকল পরানো যায়! প্রকৃতিই নর-নারীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় অবুঝ অরণ্যে।

'হাত দিয়োনা কুয়োর দড়িতে,/

ওধারে তো বালতি হাতে জল নিতে আসবে এসময়/

কন্যার বয়সী মেয়ে -- /

ঐ জলে ঘাপটি মেরে আছে/

তার সঙ্গে হাবুডুবু সম্পর্ক বেধে যাবার ভয়।'

হাবুডুবু সম্পর্ক বেধে যাবার ভয়টি কিন্তু কবির মনে নয়, জলের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে। জয় যে জলকে চেনাচ্ছেন তাঁর কবিতায়, যে কোনও জলের মতো নয় সে জল। এক একটি কবিতা জল ছিটিয়ে প্রায় স্নান করিয়ে দেয়। প্রেমে তো বটেই, যৌনতৃষ্ণাতেও তীব্র কাতর ভালোটি বাসিবর কবি। এতকাল পর যেন বোধোদয় হল, এখন যে করেই হোক খেলা খেলা করে তাঁর পার করা চাই বেলা। কবি লিখছেন, '*এত কষ্ট পাবার পরেও স্বীকার চৌষট্টিবার করি, কলাবিদ্যা খেলাটি ভালোই।*' অনেক কবিতার আড়ালে অন্তরালে ব্যক্তিগত স্মৃতির বুদবুদ, শব্দচাপা যৌনতা। মার, ঘটনা, খোলামকুচি খেলা, সম্পর্ক, কৈশোর, টিপ বোতামের গল্প, ধূলাখেলা, উপহার এসব কবিতায় জীবন্ত শরীর শুয়ে আছে।

নারীর স্তন আর সব পুরুষ-কবির মতো জয়কেও আলোড়িত করে। স্তন তাঁর এবারের কবিতায় এত বেশি কথ্য এবং অকথ্য উপমায় উচ্চারিত হয়েছে যে, কবি যে বুঁদ হয়ে আছেন শরীরের ঢেউএ, তাতে কোনও অস্পষ্টতা থাকে না। কবিতাগুলো ফুঁসে ওঠা যৌবনের কবিতা। কবি সব নীতিকথা ভুলে এক টানে লজ্জা ভুলে শয্যায় নিচ্ছেন তাঁর এবং তাঁর-নয় এমন নারীকেও। যে নারী অপরকে ভালোবাসে, তাকেও তিনি কামনা করেন। **"এসো আরেকবার এসো, .. আবার আমার সঙ্গে একহাতে সম্পর্ক রেখেও/ অন্য হাতে ভালোবাসো অপর ছেলেকে তাতে কী হয়েছে ভালোবাসো অপর ছেলেকে..।"** বইয়ের পাতায় পাতায় সেইসব জলকেলি,

সেইসব খেলা। শুধু রমণীর সঙ্গে নয়, খেলেছেন কবিতার সঙ্গেও লুকোচুরি, শুয়ে শুয়ে গোল্লাছুট।

লক্ষ করছি, কবির সঙ্গে কবিতায় যে পুরুষটির গল্প কবি করেছেন. তাকে মিলিয়ে ফেলেছি আমি। কারণ, আমার আজও, যে যতই অস্বীকার করুক, কাব্যগ্রন্থগুলোকে কবিদের ছন্দোবদ্ধ আত্মজীবনী বলেই মনে হয়। মনে হয় বলেই আমি মন দিয়ে জয়কে পড়ি, জয়ের জীবনকে পড়ি। কবির বেদনা-বাসনার ভাষা আন্দোলিত হতে থাকে। সেই ভাষাকে ছুঁয়ে দেখতে গেলে কবিকেই ছোঁয়া হয়।

এবারের কবিতাগুলোয় খুব অলিগলি রয়েছে, ধোঁয়ায় ধুসর, পায়ে পায়ে ধাঁধাঁ। খুব **"পাখি"ও** উড়েছে। এত পাখি উড়েছে যে পাখিময়তায় ভুগেছেন কবি, একসময় বলেও ফেলেছেন, **'দূর হও ও আমার এত বেশি পাখি পাখি ভাব।'** বারে বারে **"মরে যাওয়া"** আছে, এ মরে যাওয়া অবশ্য নিশ্চল হয়ে যাওয়া নয়, বরং তৃপ্তির তীব্রতায় পাখপাখনা ঝাপটে ছটফট করা। ***আকাশ মাত্র*** কবিতায় পড়ি **"তোমার মাধুরী নিয়ে মরে যাব বাকি কটা দিন।"** আর, ***আমি সেই লোক*** এ **"ভিতরে একবার নামলে/ কী যে অপরূপভাবে মরে যাবে তুমি।/ এই যেমন, গতকাল, আমি মরলাম।"**

জয়ের গতিপ্রকৃতি সবেগে প্যাডেল করে সূর্যকে চালিয়ে নিয়ে যায়। শেষ কবিতায় তো বলছেন, যার সঙ্গে যত বিদ্যুৎ করেছেন, সব বিজলী হয়ে ঝরছে। নতুনরাও পুরোনোর কাছে এসে অঙ্গে অঙ্গে কাব্যদান করে। এ বয়সে দাঁড়িয়েও পাওয়া হচ্ছে অনেক, শেষে এসে স্বীকারোক্তি তাঁর -- ***"পাঠক, তুমিই জানলে কী কী ভাবে আমি তার উল্লাস নিলাম।"*** পাঠক হিসেবে আমিও জেনেছি কী কী ভাবে জয় তাঁর অঙ্গে অঙ্গে নতুনদের কাব্যদান করার উল্লাস নিয়েছেন। এই জয় কবিতার জয়, উতল হাওয়ায় যেমন-খুশি উড়ে বেড়ানো জয়। জাদুকর জয়। এই জয়ের কবিতাগুলোয় পরম আদরে পাঠক চুমুটি খাক, পাঠকের হৃদয়টি জুড়োক। আমার হৃদয়টি তো জুড়িয়েছে।

বইয়ের একপাতায় চিত্রভাষা, আরেকপাতায় কাব্যভাষা। মোটেও দাম্ভিক দেখতে নয়। একেবারেই হালকা পাতলা হাসিখুশি কিশোরীর মতো বইটি। জয় গোস্বামী এসময়ের সবচেয়ে বড় কবি। বেশির ভাগ কবিকেই জলাশয়ে থেমে থাকতে দেখি। কিন্তু জয়ের কবিতার সঙ্গে আমরা সরোবর থেকে সাগরে গিয়ে পৌঁছোই, পৌঁছোতে পৌঁছোতে তার রং, তার স্বাদ গন্ধ, তার গতি আর গভীরতা বদলে যেতে দেখি। কবি যদি নতুন নতুন রূপে পাঠকের হৃদয়ে হৃদয়ে তার কাব্যকে দান না করতে পারেন, উল্লাস জাগাতে না পারেন, তবে তিনি বড় কবি হবেন কী করে! জয় গোস্বামীর নিজের উল্লাসটি পাঠকের সঙ্গে গোপনে ভাগ হয়ে যায়। আমরা যারা তাঁকে পড়ি, জানি। তাঁকে বুঝি যারা, ভালোবাসি।